একা

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

শালা, এটা লাইফ না কমপ্লেন বক্স! বারান্দার তারে ঝোলানো হাফ হাতা জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে ভাবল নোনতা।

আকাশে আজ ঘ্যানঘেনে একটা মেঘ করে আছে। হাওয়া পড়ে গেছে সকাল থেকে। আর এখন, এই দুপুরে ভ্যাপসা একটা গরম ঠ্যাটা হকারের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের ছোট্ট মফসসলে।

রাস্তায় নেমে একবার থমকে দাঁড়াল নোনতা। সামনে রঘুদার পানের গুমটি। থুত্থুড়ে বাড়িটার নীচের এই দোকানটা ছোট্ট থেকে দেখে আসছে ও। আগে জুট মিলে কাজ করত রঘুদা। হাত কাটা যাওয়ায় বাড়ির নীচে এই দোকানটা দিয়েছে। লোহাদার নজর আছে বাড়িটার ওপর। ভেঙে একটা থ্রি প্লাস ওয়ান তোলার ইচ্ছে আছে। লোহাদা গতকালই বলছিল নোনতাকে একবার রঘুদাকে বাজিয়ে দেখতে। কিন্তু নোনতা খুব একটা হাঁ-হুঁ করেনি। রঘুদার কাছে যাওয়া মানে সেধে কেস খাওয়া।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই দেখতে পেল দোকানের ওপরে পাঁজরা-বের করা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রঘুদার বউ, ফুলবউদি। নোনতাকে দেখেই একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। মুখে সেল-এর বাজারে খদ্দের ডাকার হাসি। নোনতা চোয়াল শক্ত করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। রঘুদাটা পুরো আতা। এমন বাইশ বছরের ছোট মেয়েকে কেউ বিয়ে করে! একটা বউ মরেছে বলেই কি আবার একটা বিয়ে করতে হবে? তাও এমন একজনকে! হোক না গরিব বাড়ির মেয়ে! তা বলে তোমায় সমাজসেবা করতে কে বলেছে? বছর চারেক আগে রঘুদার এই বিয়েটা ছিল ওদের হারান্ডার মশলা মুড়ি। তখন রঘুদার বাড়িতে বেশ যাতায়াত ছিল নোনতার। প্রথম দিনই ও বুঝেছিল রঘুদা ভুল করেছে। গাদা বোটের ইঞ্জিন কি আর টাইটানিক টানতে পারে?

বিয়ের দশদিনের মাথাতেই ভাঙা সিঁড়ির তলায় নোনতাকে ধরেছিল ফুলবউদি। ওর ঠোঁট থেকে ঠোঁট তুলে বলেছিল, "নামেই নোনতা না কাজেও?"

নোনতা যে কাজের ছেলে সেটা হারান্ডার সবাই জানে। সব চেয়ে বেশি জানে লোহাদা। তাই অল্প বয়স থেকেই নোনতাকে নিয়েছিল নিজের টিমে। হারান্ডা জায়গাটা ব্যান্ডেল থেকে বেশ কিছুটা দূরে। গঙ্গার পাড়ে। হার্নানডেজ নামে এক পর্তুগিজ নাবিক এসে এখানে প্রথম একটা কুঠি তৈরি করে। এখনও গঙ্গার পাশে ভাঙাচোরা সেই কুঠিটা আছে। লোকে বলে সারেঙ কুঠি। তবে তার চারিদিকে ঘন জঙ্গল। কেউ বিশেষ যায় না সেখানে। সেই হার্নানডেজের নামটাই সময়ের সঙ্গে ক্ষয়ে হারান্ডা হয়ে গেছে।

সারেঙ কুঠিতে বহুবার গেছে নোনতা। মানে যেতে হয়েছে। লোহাদার এটাও একটা ঠেক। লোহাদা মানে ললিত রক্ষিত। এই হারান্ডার নেতা সমাজসেবী কাম নিয়ন্ত্রক। সুন্দরবনে ভেড়ি, কলকাতায় রিয়েল এস্টেট, হুগলিতে মল, সবকিছুতেই লোহাদা বিদ্যমান। নিজেই হেসে বলে, "জলে, স্থলে, মলে, সব জায়গায় আমায় তোরা পাবি।"

নোনতা জানে এই সবের বাইরেও লোহাদার আরও নানা কারবার আছে। তবে সেসব নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে নেই। মানে, কেউ বলে না আর কী। কিন্তু নোনতাকে তো জানতেই হয়। কারণ সেইসব কারবারের কিছুটা তো দেখাশুনো করতে হয় ওকেই।

গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ কাছের এক

www.monersathe.com

বড় টায়ার ফ্যাক্টরির বাতিল মালের বখরা নিয়ে লোহাদার সঙ্গে বিলু সামন্তর একটা খিচ চলছে। গত বছর মার্চের প্রথম দিকে এক রাতে সেটাই পাল্টে গেছিল যুদ্ধে। নোনতা, পুঁটে, বাবলা, সমর ছাড়াও আরও কয়েকজন ছিল লোহাদার টিমে। ওদের দিকেও বেশ কিছু ছেলে-পিলে ছিল। ওয়ান শটার, পাইপ গান, মুঙ্গেরি নাইন এম এম নিয়ে দু' দলই চালিয়ে যাচ্ছিল লড়াই। তার মধ্যে পুঁটে মাস্তানি দেখিয়ে এগোতে গেছিল। নোনতার চোখের সামনে ওদের বোঁচা আর তাপস কুপিয়ে দিয়েছিল পুঁটেকে। নোনতারা চেষ্টা করলেও আটকাতে পারেনি।

লোহাদা গুম হয়ে বসেছিল দু'দিন। খায়নি পর্যন্ত। তারপর নোনতাকে বলেছিল, "পুঁটে আমার ছোট ভাই-এর মতো ছিল। ওকে যে হারামি দুটো মেরেছে তাদের যদি শেষ করতে পারিস তবেই আমার কাছে ফিরে আসবি। নাহলে নয়।"

নোনতা, বাবলা আর সমর সময় নিয়েছিল এক সপ্তাহ। তারপর এক দুপুরে বড় লাইব্রেরির পাশের গলিতে পেয়ে গেছিল তাপস আর বোঁচাকে। তাপসকে কথা বলতে দেয়নি বাবলা। হাঁসুয়া দিয়ে আড়াআড়ি টেনে নামিয়ে দিয়েছিল গলা। বোঁচা মেশিন বের করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নোনতা নড়তে দেয়নি ওকে। ঘাড়ের পেছনে বন্দুক ঠেকিয়ে ভরে দিয়েছিল দানা।

ভর দুপুরে আশেপাশে লোক ছিল। হয়তো দেখেওছিল কয়েকজন। গোটা ঘটনাটা নিয়ে হইচই হয়েছিল বেশ। পুলিশ, প্রেস বেশ লাফালাফি করেছিল কয়েকদিন। কিন্তু কিছু করতে পারেনি। লোহাদা সব সামলেছিল একা হাতে। অবশ্য নোনতা আর বাবলাকে সরিয়ে দিয়েছিল হারান্ডা থেকে। বাবলাকে পাটনায় আর নোনতাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল সুন্দরবন।

সপ্তাহ দুয়েক হল ফিরে এসেছে নোনতা। এই এক বছরে এদিকটা শান্ত করে দিয়েছে লোহাদা। তাই ও এখন আবার সহজ হয়ে ঘুরতে পারে। তবে এই যে বছরখানেক বাইরে ছিল এতে একটা জিনিস পাল্টে গেছে। বাড়িতে এসে শুনেছে লোহাদা নাকি দিদির কাছে আসে মাঝে মাঝে।

বাবা একসময় টায়ার কোম্পানিতে চাকরি করত। কিন্তু চুরি করে ধরা পড়ায় চাকরি গেছিল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে মা-ও আচমকা মারা যায়। তারপর থেকে কেমন যেন গুটিয়ে গেছে মানুষটা। সারাদিন বাড়ির পিছনের ছোট্ট উঠোনটায় বসে থাকে আর সারা পৃথিবীর ওপর রাগ উগরে দেয়।

আজ যেমন বলছিল, কেন এই বাড়িতে লোহাদা আসবে? কেন মিষ্টিকে মানে, দিদিকে নিয়ে ঘর বন্ধ করে বসবে? কেন মদের বোতল জড়ো হবে উঠোনে? এটা কি বেশ্যা বাড়ি? বাবা বলছিল, নোনতা আর মিষ্টি নাকি সব নষ্ট করে দিচ্ছে!

দিদির বিয়ে হয়েছিল চব্বিশ বছর বয়সে। নোনতা তখন সদ্য লোহাদার কাছে কাজে লেগেছে। শ্যামনগরের কাছে পেপার মিলে কাজ করত দিদির বড়। কিন্তু ছেলেটা বেশিদিন সংসার করেনি। অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল বিয়ের দু' মাসের মাথায়। দিদিকেও ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা আর রাখেনি। সেই থেকে দিদি আছে এখানে। এবার পুজোয় ন' বছর হবে।

দিদিকে দেখতে খারাপ নয়। তবে তিরিশ টপকে গেলে ওদের বাড়ির মেয়েদের শরীর ইস্তিরি না-করা শাড়ির মতো হয়ে আসে। তাই লোহাদার চোখ দিদির ওপর পড়বে সেটা ভাবতে পারেনি নোনতা। কারণ লোহাদার বাঁধা মেয়েমানুষ আছে। প্রথমে ঘটনাটা জানার পরই কেমন যেন একটা খারাপ লাগা এসেছিল ওর মনে। এখনও সেটা আছে। মধ্যে মধ্যে তো প্রচণ্ড রাগও হয়। হাত নিশপিশ করে। ভাবে, ওর অবস্থার সুযোগ এভাবে নিল লোহাদা! কিন্তু তারপরই ভাবে, কী করবে নোনতা! কী করার থাকতে পারে ওর? স্কুলে তেমন ভাল ছাত্র ছিল না নোনতা। টেনে-টুনে এইচ. এস. পাশ করে বুঝেছিল ওর দ্বারা আর এগোনো সম্ভব নয়। স্কুল খুব খারাপ লাগত ওর। শুধু বাংলার স্যার আশুবাবুর ক্লাসটা কেন জানে না ভাল লাগত। স্যার বলতেন, "ইন্সপিরেশন খোঁজ। ওটাই আমাদের ভেতর থেকে সৎ আর সাহসী মানুষটাকে বের করে আনে। ওটাই আমাদের মেরুদণ্ড তৈরি করে। ওটা খুঁজে পাওয়া খুব দরকার।"

নোনতা আশেপাশে প্রচুর খোঁজে, কিন্তু ইন্সপিরেশন পায় না। কোন দোকানে যে পাওয়া যায় মালটা! কারা পায় সেসব?

মেঘে ভারী হয়ে আছে আকাশ। রঘুদার পান গুমটিতে একটা এলেবেলে ভিড়। ওপরের বারান্দায় ঝুঁকে সেল-এর জিনিস দেখাচ্ছে ফুলবউদি। রাস্তা দিয়ে রংচটা মানুষজন যাচ্ছে এদিক ওদিক। এর ভেতর ইন্সপিরেশন কই?

লোহাদার বাড়ির উল্টোদিকে বোকাদার চায়ের দোকান। বড় করে সাইন বোর্ডে 'বোকাদার চা' লেখা আছে। জনি মাঝে মাঝে বলে, "আচ্ছা, চ-টাকে বাদ রাখল কেন বোকাদা?"

আজ জনিকে ওখানেই পেয়ে গেল নোনতা। জনিও লোহাদার গ্রুপের ছেলে। আর নোনতার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। সুন্দরবনে থাকার সময় এখান থেকে জনিই ওর কাছে যেত।

"কী কাকা? মুখের এমন পাংচার কেস কেন?" জনি হেসে হেসে জিজ্ঞেস করল। নোনতা কাঠের বেঞ্চিতে বসে বলল, "মুখের আর দোষ কী? লাইফ তো নয় যেন কমপ্লেন বক্স! বাবা সারাদিন টিকটিক করে যাচ্ছে। আরে, লোহাদা দিদির কাছে যায় তো আমি কী করব? দিদি রাজি থাকলে আমার কী দোষ বলতো?"

জনি নোনতাকে চোখ দিয়ে ইশারা করল চুপ করতে। সত্যি, ভুল হয়ে গেছে। চারদিকে লোকজন রয়েছে। নিজের বাড়ির গল্প সবার সামনে না আনাই ভাল।

নোনতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন থমকে গেল ওর বুকটা। লোহাদার বাড়ির গেট দিয়ে বড় গাড়িটা বেরল। গাড়িটা ড্রাইভার তোচন চালাচ্ছে। আর পিছনের সিটে বসে রয়েছে সে!

"কী কাকা মুখটা বন্ধ করো। বায় ঢুকে যেতে পারে! লোহাদা জানতে পারলে না কেলিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেবে!"

জনি চায়ে ছোট্ট চুমুক দিয়ে হাসল। নোনতার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। মেয়েটাকে দেখলেই এমন করে। কত খতরনাক সময় আর দিন পেরিয়ে এসেছে নোনতা। সেখানে একদম ঠান্ডা আর স্টেডি থাকে ও। কেবল এই মেয়েটাকে দেখলেই কেমন যেন হয়ে যায়

তাপসকে কথা বলতে দেয়নি বাবলা। হাঁসুয়া দিয়ে আড়াআড়ি টেনে নামিয়ে দিয়েছিল গলা।

www.monersathe.com

নোনতা। মনে হয় বুকের ভেতর দশটা কামারশালা একসঙ্গে কাজ শুরু করেছে। দম বন্ধ হয়ে আসে একদম। নোনতা মুখটা নামিয়ে নিল।
জনি বলল, "ওইদিকে চোখ দিস না নোনতা। জানবি সব জিনিস আমাদের জন্য নয়। মেয়েটা বুঝতে পারলে কিন্তু লোহাদাকে কমপ্লেন করবে!"
নোনতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কমপ্লেন? এখানেও? শালা লাইফটা কি তাহলে সত্যিই কমপ্লেন বক্স!

দুই

দিদির শরীরটা ভাল নেই। বাড়ি থেকে আসার সময় দেখে এসেছে নোনতা। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলেও দিদি উত্তর দেয়নি কিছু। মাথা নিচু করে বসেছিল। তবে বাবা পিছনের ওই ছোট্ট উঠোনটা থেকে চিৎকার করে উঠেছিল, "কী আবার হবে? গর্দভ একটা। গায়ে গতরে বড়ই হয়েছে শুধু, বোঝে না কিছু। গতকাল কোথায় ছিলি রে জানোয়ার? কার মরা পোড়াতে গেছিলি? জানিস না তোদের ওই লোহাটা এসে ওকে ধামসেছে সারারাত ধরে! মেয়েটার গোঙানিতে আমার ঘুমই হয়নি! কী করতে ভাই হয়েছিস? যে তোর বোনের সঙ্গে অমন করে তার পা চাটতে তোর লজ্জা করে না?"
কথা, গুলি-বোমার চেয়েও সাংঘাতিক। এর ক্ষত দেখা না গেলেও অনেক বেশি পোড়ায় মানুষকে। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে মাথা নিচু করে কথাগুলো শুনছিল নোনতা। হাতের চাপে ইচ্ছে করছিল কাপটা ভেঙে ফেলতে। মাঝে মাঝে নোনতার মনে হয় ও কবন্ধ। ভগবান শুধু চোখ দিয়েছে ওকে দেখার জন্য। যে ছেলের নামে অন্যদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তার বাড়িতেই ওর দিদির এই দশা! লোহাদার মতো অমানুষ ও কোনওদিন দেখেনি।
বাবা আরও কিছু বলে যাচ্ছিল। কিন্তু কানে কিছু ঢুকছিল না নোনতার। দিদিকে দেখছিল ও। রান্নাঘরে মাথা নিচু করে বসে শাক কাটছিল দিদি। আর মাঝে মাঝে হাতটা তুলে ব্লাউজের হাতায় চোখ মুছছিল।
লোহাদাকে কী করতে পারে নোনতা? ওর সাধ্য কি কিছু করার! নিজের দরকারে হলেও, খুনের থেকে ওকে বাঁচিয়েছে লোহাদা। তাছাড়া বাবার চাকরি চলে যাওয়ার পরে লোহাদা যদি কাজে না লাগাত তবে তো ওরা না খেয়ে মরত। সেই লোহাদার বিরুদ্ধে কী করতে পারে ও? আর লোহাদার সঙ্গে একা পারবেই বা কী করে! মাঝে মাঝে ওর মনে হয় ও ভীতু। তাই বিরুদ্ধ যুক্তি সাজায় মনে মনে। ওর মনে হয় একদিন কি পারবে সাহস করে লোহাদার সামনে দাঁড়াতে। কিন্তু তারপরেই ভাবে, দাঁড়াবে কীসের জোরে? সেই ইন্সপিরেশন কই?
বাবা মন্ত্র পড়ার মতো করে বলেই যাচ্ছিল কেবল। কাপটাকে মাটিতে ঠক করে নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল নোনতা।
নোনতা মাঝে মাঝে ভাবে রোজ একইভাবে কেন ওকে বের হতে হয় বাড়ি থেকে? বাবার কমেন্ট্রি কি কোনওদিন শেষ হবে না? আর বাবা এমন বলেই বা কী করে? নিজে কি ভুলে গেছে অতীতটা? আর লোহাদা যখন দিদির হাতে টাকা দিয়ে যায় সেই টাকা থেকে সিগারেট কিনতে তো লজ্জা লাগে না!
আজ লোহাদার বাড়িতে আসার পথে রাস্তায় ফুলবউদি ধরেছিল ওকে। এই এক যন্ত্রণা হয়েছে নোনতার। যতদিন যাচ্ছে ভদ্রমহিলা ডেসপারেট হয়ে উঠছে। আজও গায়ে পড়ে কথা বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পাত্তা দেয়নি নোনতা। তবে চলে আসতে আসতে শুনেছিল ফুলবউদি বলছে, "জনি কিন্তু ঘোরাঘুরি করছে। তবে আমার হুলোটার চান্স আগে।"
লোহাদার বাড়িতে আজ জমজমাট ভিড়। বাড়ির মেন গেটের সামনে কম করে কুড়িটা বাইক দাঁড় করানো আছে। মাস দুয়েক পরে ভোট। নোনতা জানে এখন লোহাদার অফিসটা গমগম করবে সবসময়।
গতকাল রাতে চার পেটি হেরোইন এসেছিল। সেটা সরাবার কাজে নোনতাকে যেতে হয়েছিল বনগাঁ। আসতে আসতে সকাল হয়ে গেছে। ভেবেছিল বাড়িতে গিয়ে একটু ঘুমাবে, কিন্তু পারেনি। বাবা পুরো কমপ্লেন বক্স হয়ে গেছে।
সামনের মাসে নোনতাকে একটা বাইক কিনে দেবে বলেছে লোহাদা। তাতে নাকি লোহাদার কাজের সুবিধে হবে।
নোনতা বাইকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখল কোনটা কেনা ভাল হবে। বাইক সম্বন্ধে তেমন কিছু বোঝে না ও। দেখতে সুন্দর হলেই হবে।
একটা লাল আর হলুদ কম্বিনেশনের বাইক পছন্দ হল ওর। চট করে নামটা দেখে মুখস্থ করে নিল। এটা কিনে দিতে বলবে লোহাদাকে। বাইকের হাতটা ধরে চোখ বন্ধ করল নোনতা আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল ওর পিছনে গায়ে গা লাগিয়ে বসে রয়েছে সে!
একেতেই রাতে ঘুম হয়নি। তার ওপর চোখ বন্ধ করায় যেন টলে গেল মাথাটা। একটা হাত এসে খপ্ করে ধরল ওকে, "কী কাকা, ট্যাক্সি কাটেনি? কাল রাতে বেশি ডিজেল টেনে ফেলেছ নাকি?"
নোনতা চোখের পাতার আঠা কাটাল কষ্ট করে। তারপর একটা হাই চেপে বলল, "শালা, কাজে গেছিলাম রে। আচ্ছা, এই বাইকটা কেমন বলতো?"
জনি চোখটা ছোট করে দেখল নোনতাকে, তারপর বলল, "কেন গুরু? নেবে নাকি?"
"বল না," নোনতা বাইকটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "শালা ফিগার দেখেছিস?"
"আর ফিগার মারাস না। অমন ফুলবউদি বাগান খুলে বসে আছে, আর তুই বাইকের ফিগার দেখে..." জনি মাথা নাড়ল, "নিশ্চয়ই ভাবছিলি এটার পিছনে ফলককে বসাবি!"
ফলক! নামটা কানে আসামাত্র শিরদাঁড়ায় কোথায় যেন একটা ছোট্ট নার্ভ ছিঁড়ে গেল। নোনতার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। গতবছর সুন্দরবন চলে যাওয়ার সময়ও সেকেন্ড ইয়ারে পড়া মেয়েটা কেমন যেন ছোট ছিল। আর এই একবছরেই হঠাৎ এমন হয়ে উঠল কী করে কে জানে! সুন্দরবন থেকে ফিরে এসে তো প্রথমে বুঝতেই পারেনি এটা কে। তারপর বুঝতে পারে নিজের ভেতরেই কেমন যেন পরিবর্তন দেখেছিল নোনতা! বুঝতে পারছিল ওর সর্বনাশের শুরুটা

কথা, গুলি-বোমার চেয়েও সাংঘাতিক। এর ক্ষত দেখা না গেলেও অনেক বেশি পোড়ায় মানুষকে।

www.monersathe.com

হয়ে গেছে।

লোহাদার মেয়ে বলে কথা। এই অঞ্চলে রানির মতো থাকে ফলক। গত কয়েক সপ্তাহে নোনতা দেখেছে বেশ কিছু ছেলে ফলকের জন্য হাঁ করে থাকে। কিন্তু ফলক খুব একটা পাত্তা দেয় না কাউকে। এমনকী লোহাদার লোকজনের মধ্যে নোনতার সঙ্গেই যা একটু কথা বলে মেয়েটা। এই তো গত দু'দিন আগেই বলেছিল, "নোনতাদা, আমায় তুমি পিস্তল চালাতে শেখাবে?"

ফলকের সামনে এলেই নোনতার সাউন্ড সিস্টেমে গন্ডগোল দেখা যায়। সেদিনও তাই হয়েছিল। কোনওমতে বলেছিল, "না, এসব তোমার জন্য.... মানে..."

ফলক বলেছিল, "ভিতু একটা। এই সাহস নিয়ে মানুষ খুন করেছ তুমি! ডরপোক!"

এইটুকুই। কিন্তু এতেই পায়ের তলার মাটি আর মাথার ওপর আকাশ টালমাটাল হয়ে গেছিল নোনতার। গলা শুকিয়ে মুখ লাল হয়ে গেছিল। জীবনে এই প্রথমবার ও বুঝতে পারছিল প্রেম কী সাংঘাতিক জিনিস!

"যেদিন লোহাদা জানতে পারবে যে ওর মেয়ের দিকে তুই নোলা করছিস, তোকে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে।" জনি হাত ধরে টানল নোনতার, "চল ভেতরে চল।"

লোহাদার বাড়িটা বিশাল বড়। গেট দিয়ে ঢুকে একটা বাগান। তার বাঁদিকে দুটো বড় ঘর নিয়ে লোহাদার অফিস। অফিসের সামনে উঠোন মতো রয়েছে। সেখানে কিছু গার্ডেন আমব্রেলা আর প্লাস্টিকের চেয়ার পাতা।

নোনতা সরাসরি অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকল। লোহাদা বসেছিল একটা বড় লেদারের চেয়ারে। ওকে দেখেই বলল, "কীরে নোনতা! তুই এখন? কাজ থেকে ফিরে বাড়ি যাসনি?"

নোনতার মুখে একটা খারাপ গাল চলে এসেছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল খুব জোর। তারপর বলল, "না লোহাদা, কালকের কাজটা নিয়ে একটা কথা ছিল..."

লোহাদা চট করে চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, "আঃ, গাধার মতো ওসব বলছিস কেন। তুই আগে দেখ তো, ইটভাঁটার পাঁচু মল্লিক বলেছিল এক লাখ দেবে। মালটা আজও আমার ছেলেদের ঘুরিয়েছে। তুই যা তো একবার। শালা মাজাকি পেয়েছে? সামনে কত খরচ জানে না? বল গিয়ে ভাল করে।"

নোনতা আরেকটা হাই চাপল। ওর শরীর দিচ্ছে না খুব একটা। এখন আবার আদায়-উসুল করতে হবে! সেই ঝগড়া, ভয় দেখানো, খিস্তি খেউড়। নোনতার ভাল লাগছে না একদম।

লোহাদা বোধহয় নোনতার নিরুৎসাহটা বুঝল। শক্ত গলায় বলল, "কীরে, কথা কানে যাচ্ছে না? আজকাল এমন ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকিস কেন তুই? এসে থেকে দেখছি গতরে তেল জমেছে তোর। ব্যাপার কী?"

"না লোহাদা, কিছু না।" নোনতা নিজেকে সজাগ করল। মনে মনে খারাপ গালি দিল একটা। ও কি জানে না কেন এখন আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ওকে বের করে এনেছে লোহাদা! ওর মতো আর কেউ আছে লোহাদার কাছে? সারা রাত নোংরা ঘেঁটেছে। তারপর কাজে এসেছে। তাও সবার সামনে গাধা বলছে! মুখ করছে! এই লোকটার হয়ে কাজ করে ভেবে নিজের গায়ে থুতু দিতে ইচ্ছে করছে।

লোহাদা তাও তাকিয়ে থাকল নোনতার দিকে। তারপর কেটে কেটে বলল, "কিছু না মানে? আমায় বোকা পেয়েছিস? তোর মতলবটা কী?"

নোনতা কী বলবে বুঝতে পারল না। কিন্তু কিছু বলতেও হল না। আচমকা ঘরের

www.monersathe.com

ভেতরে ঝড়ের মতো ঢুকল ফলক। আবার শিরদাঁড়ার অনির্দিষ্ট জায়গায় সূক্ষ্ম একটা নার্ভ ছিঁড়ল নোনতার। একটা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ তুষারপাতের মতো নেমে এল চারিদিকে।

"বাবা, নোনতাদাকে আমার এখন লাগবে। তোচন আজ আসেনি। কলেজে রিহার্সাল আছে। নোনতাদা আমায় ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে।"

লোহাদা কী বলবে বুঝতে না পেরে হাসল। সবাই জানে লোহাদা এই একজনের কাছেই জব্দ।

"কিন্তু, নোনতাকে তো আমি,"

ফলক বিরক্তিতে পা দাপাল, "অন্য কাউকে কাজে পাঠাও। আমার দেরি হচ্ছে কিন্তু।" তারপর নোনতার হাত ধরে টেনে বলল, "চ-ল-ও।"

লোহাদা হেসে মাথা নাড়ল শুধু।

নোনতা অজানা ফুলের গন্ধ অনুসরণ করে নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো বেরিয়ে এল অফিস থেকে। শুধু আসার পথে জনির ফিসফিসে গলাটা কানে এল ওর। জনি বলল, "কেস খেও না কাকা। গঙ্গায় ভাসানের কথাটা মনে রেখো।"

তিন

আচমকা যে জ্বর আসবে সেটা ভাবতে পারেনি নোনতা। কাল রাতেও অনেকক্ষণ বসে আড্ডা দিয়েছিল লোহাদার ওখানে। সামনে ইলেকশন, তাই অনেক রাত অবধি লোকজন থাকে অফিসে। তবে নোনতা জানে বেশিরভাগই নেপো টাইপের লোকজন। ভিড় বাড়িয়ে, চা-সিগারেট ধ্বংস করে সময় কাটাতে আর লোহাদাকে তেল মারতে আসে। লোহাদা যে এসব বোঝে না তা নয়। কিন্তু কিছু বলে না। "আমার দিকে এতটা ভিড় আছে," সেটা প্রমাণ করতে লোহাদার এই লোকগুলোকে দরকার।

নোনতা এইসব লোকগুলোকে একদমই পাত্তা দেয় না। ও জনি, বুড়া আর রতনের সঙ্গে পাশের ঘরে বসে হিসেব করছিল মুঙ্গের থেকে কটা নাইন এম. এম. আর কটা সেভেন এম. এম. আনতে হতে পারে, আর কটা লোকালি তৈরি করা ওয়ান শটার জোগাড় করতে হবে। প্রায় রাত দু'টো হয়েছিল বাড়ি ফিরতে। দিদি ভাত আগলে বসেছিল। নোনতার খারাপ লাগলেও সেটা দেখায়নি। মাঝরাতে আর সিনক্রিয়েট করতে ইচ্ছে করছিল না।

খেতে বসে শুধু দিদি বলেছিল, "আমার এল. আই. সি.-র প্রিমিয়াম দিতে হবে। লোহাদাকে একবার বলেছিলাম। বলেছিল টাকাটা দিয়ে দেবে। তা অনেকদিন তো হয়ে গেল। একবার বলবি ভাই? ভুলে গেলে তো বিপদ হয়ে যাবে..."

নোনতা প্রথমে উত্তর দেয়নি। তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে বলেছিল, "লোহাদা এখন প্রচুর চাপে রয়েছে। বললে আমায় খিস্তি করবে। ও আমি পারব না। তোর কাছে এলে বলিস।"

দিদি চুপ করে গেছিল একদম। ওর কাছে লোহাদা কেন আসে সবাই জানে। কিন্তু সবাই জানলেও সব কথা সবসময় বলাটা ঠিক নেওয়া যায় না।

রাতে দিদির ঘর থেকে কি আলতো কান্নার আওয়াজ পেয়েছিল নোনতা? নাকি ঘুমে ডুবে যেতে যেতে কোনও স্বপ্ন দেখেছিল!

সকালে উঠে কিছুই স্পষ্ট মনে করতে পারছিল না নোনতা। মনে হচ্ছিল মাথাটা কেউ যেন লোহার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছিল শরীরের ভেতরে প্রচণ্ড লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে বিলু সামন্ত আর ললিত রক্ষিত!

> দিদির ঘর থেকে কি আলতো কান্নার আওয়াজ পেয়েছিল নোনতা? নাকি ঘুমে ডুবে যেতে যেতে স্বপ্ন দেখেছিল!

সারাদিন বিছানা থেকে উঠতে পারেনি নোনতা। দুপুরের দিকে সুধা ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল জনি। তার ওষুধে কাজ দিয়েছে মনে হচ্ছে।

বিকেলের আলো এখন মরে এসেছে বেশ। ধীরে ধীরে নোনতা উঠে বসল। আর ঠিক তখনই জনি এসে ঢুকল ঘরে।

"কীরে উঠে বসেছিস যে! এক দাগেই তোকে বসিয়ে ছেড়েছে সুধাদা! ব্যাপক তো!"

নোনতা কিছু না বলে হাসল। ও জানে জনির সব কথার উত্তর দেওয়ার দরকার নেই।

জনি আবার বলল, "শোন, মুঙ্গের থেকে জিনিসপত্তর তো আসবেই, সঙ্গে পূর্ণিয়া হয়ে কিছু সাদা গুঁড়ো ঢুকবে। লোহাদা খুব চিন্তা করছিল। মালটা তোর খবর নিচ্ছিল। কেন জ্বর হল, কী করে হল বলে আমার কানের পর্দার রং চটিয়ে দিয়েছে। আর একটু পরেই আসবে বলল। তোকে এখন দরকার পড়েছে।"

নোনতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ও জানে লোহাদার খুব দরকার। বিশেষ করে ভ্রাগস আসার সময় তো ওকেই সবটা সামলাতে হয়। আসলে ভ্রাগসের খবর পেলে বিলু সামন্ত কাঠি করে মাঝে মাঝে। হয় নিজের ছেলেদের পাঠিয়ে বোমাবাজি করায় নয়তো কলকাতা পুলিশের কাছে খবর পাঠিয়ে দেয়। যতই গোপনীয়ভাবে লোহাদা কাজ করুক না কেন, মাঝে মাঝে খবর লিক হয়েই যায়।

নোনতা বলল, "তোরা তো আছিস! একবার ম্যানেজ করতে পারবি না!"

জনি হাসল, "ওসব ম্যানেজমেন্ট কলেজে কি আর আমরা পড়েছি! তাছাড়া তুমি গুরু ললিত রক্ষিতের এক নম্বর টেনিয়া। আমরা কি আর তোমার সাবস্টিটিউট হতে পারি!"

এক নম্বর! হাসি পেল নোনতার। জনি নিজে কাজটার থেকে পাশ কাটাতে চাইছে বলে ওকে ওয়েল করছে। জনি আরও কিছু বলত কিন্তু তার আগেই দিদি এসে ঘরে ঢুকল। দিদিকে দেখেই নোনতা বুঝল কিছু একটা হয়েছে। দিদিকে বেশ নার্ভাস লাগছে। তবে একটা খুশিও যেন মেঘের তলায় চাপা পড়া চাঁদের মতো দেখা যাচ্ছে।

দিদি বলল, "কে এসেছে জানিস?"

"লোহাদা?" নোনতা জিজ্ঞেস করল।

"না ওসব লোহালক্কর নয়," চাঁদটা এবার মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, "ফলক!"

"কেলেঙ্কারি?" নোনতা কিছু বলার আগেই জনি ফুট কাটল।

নোনতা কী বলবে বুঝতে পারল না। আচমকাই ওর কান, মাথা গরম হয়ে উঠল। আর সেটা যে জ্বরের জন্য নয় সেটা বেশ বুঝতে পারল ও।

"কী! জ্বর বাঁধালে তো!" ঘরে এসে নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসল ফলক। নোনতা কী বলবে বুঝতে না পেরে মাথা নামিয়ে নিল।

জনি চাপা গলায় বলল, "এ কী রে, তুই যে বাঙলা সিনেমার নায়িকার মতো করছিস!"

www.monersathe.com

দিদি ফলকের দিকে তাকিয়ে বলল, "বোসো ভাই, আমি একটু মামলেট করে আনি।"
"অমলেট?" ফলক আঁতকে উঠল, "না না, আমি এক্ষুনি চলে যাব। বাবা আসছিল। শুনলাম ওর শরীর খারাপ তাই বাবাকে আর আসতে না দিয়ে বললাম পড়তে যাচ্ছি, একবার দেখে যাই।"
"কিন্তু..." দিদিকে একটু দিশেহারা লাগল। "গাড়ি আছে তো সঙ্গে?" নোনতা দিদিকে আর কিছু বলতে না দিয়ে জিজ্ঞেস করল। আসলে ইটভাটির ওদিকে মাঝে মাঝেই ঝামেলা লাগে। বিলুর দলের লোকদের সঙ্গে চিকনার গ্যাঙের ছেলেদের বোমাবাজি হয়। চিকনা উঠতি মাস্তান। ইটভাটার দিকটা ও দেখে। মাসে মাসে লোহাদাকে হিস্যা পাঠায়। আর লোহাদাও চিকনাকে কিছুটা প্রশ্রয় দেয়।
বিলু ইটভাটার দিকে কামড় বসাতে চাইছে বেশ কিছুদিন যাবৎ। কিন্তু চিকনার জন্য পারছে না।
ফলক বলল, "হ্যাঁ আছে গাড়ি।"

নোনতার আজকাল ভাল লাগে না কিছু। ফলকের পাশে নিজেকে গোলাপ বাগানে কাকতাড়ুয়া মনে হয়।

"সঙ্গে কেউ আছে? গতকাল ওখানে হাওয়া খারাপ ছিল। তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে না।" নোনতা এবার সরাসরি তাকাল ফলকের দিকে।
"তাই?" ফলকও পাল্টা তাকাল। চোখে কি একটা আবছা হাসি ছিল ফলকের? তবে কি নোনতা একটু বেশি উদ্বেগ দেখিয়ে ফেলেছে? ফলক কি আঁচ করে ফেলেছে কিছু?
নোনতার অস্বস্তি লাগল। একটা দশ বছরের ছোট মেয়ের সামনে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোটা কোনও কাজের কথা নয়।
ফলক উঠল এবার, "আমি তবে আসি। ঠিকমতো ওষুধ খাবে। আর অফিসে একদম যাবে না। বাবা তোমায় এত খাটায় না! এটা কি স্লেভারি নাকি? একদম যাবে না। শুধু রেস্ট নেবে। কেমন?"
নোনতা কথাগুলো মনপ্রাণ দিয়ে শুষে নিল ঘরের হাওয়া থেকে। কিন্তু এবার আর বুঝতে দিল না। বরং কিছুটা উদাসীন হয়ে জনিকে বলল, "তুই ওর সঙ্গে যা। ওদিকে হাওয়া খারাপ।"
জনি উঠে দাঁড়াল। ফলকও আপত্তি করল না। শুধু যাওয়ার আগে আচমকা এগিয়ে এল খাটের দিকে। নোনতার দিকে ঝুঁকে কপালে হাত দিল। তারপর হাতটা ঘষে চুলের ভেতর চালিয়ে দিল চিরুনির মতো করে। বলল, "লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে। অনিয়ম করলে এমন বকুনি দেব না! মনে থাকে যেন। আমার কিন্তু চিন্তা হবে খুব।"
চিন্তা হবে! ওর জন্য! নোনতার যে কী হল ও নিজেও বুঝতে পারল না। শুধু মাথা ঝুঁকে এল নীচে। চোখ বন্ধ হয়ে এল। শরীরের সমস্ত রন্ধ্র দিয়ে যেন ব্রহ্মকমল ফুটে উঠল একসঙ্গে। জনি চাপা গলায় কী বলল সেটা আর কানে নিল না। বহুক্ষণ আর কিছু শুনবে না ও। এই শেষ কথাগুলো যতটা সময় পারা যায় আঁজলায় ধরা জলের মতো করে প্রাণপণ সামলে রাখবে।

চার

পোস্টার লেখার ছেলেগুলো মহা ফাঁকিবাজ। একটু ঢিলে দিয়েছে কী বসে গপাবে, নয়তো মোবাইল কানে দাঁত বের করে প্রেম করবে। নোনতাকে এদের কাজ দেখতে বলেছে লোহাদা।
এমনিতে প্রিন্টেড ফ্লেক্স, ব্যানার আর পোস্টার দিয়েই ভোটের প্রচার হয়। কিন্তু, কাল একটা মিছিল আছে, তাতে বেশ কিছু হাতে লেখা পোস্টার লাগবে। লোহাদা বিশেষ করে নোনতাকে দায়িত্ব দিয়েছে যাতে আজ সন্ধের মধ্যেই কাজ শেষ হয়। বলেছে, "ধ্যাড়াবি না কিন্তু। ঠিক সময়ে কাজ তুলবি।"
জ্বর সারার পর দু'দিন বেশ দুর্বল ছিল ও। কিন্তু আজ শরীরটা ভাল লাগছে। দুপুরে নিজেই চেয়ে দু'বার ভাত নিয়েছে। এখন, এই সন্ধেবেলাতেও খিদে খিদে পাচ্ছে বেশ। ভাবছে বোকাদার দোকান থেকে ডিম টোস্ট খেয়ে নেবে।
বারান্দায় এসে দাঁড়াল নোনতা। আজ সারা আকাশে কেমন যেন কোপানো খেতের মতো মেঘ করে রয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে ফ্যাকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা দীর্ঘশ্বাস নিজের থেকেই বেরিয়ে এল নোনতার। বারান্দা থেকে বড় উঠোন পেরিয়ে ওই দূরে দোতলার কোনার দিকে ফলকের ঘরটা দেখা যাচ্ছে। আজকাল নিজের অজান্তেই ওই দিকে চোখ চলে যায় ওর। এখনও গেল। অন্ধকার জানলা। ফলক নেই। টিউশনে গেছে। আজ সারাদিন ওকে একবারও দেখতে পায়নি নোনতা। সেই না দেখার ফলে বুকে জমা বাষ্প মাঝে মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসছে।
নোনতার আজকাল ভাল লাগে না কিছু। ফলকের পাশে নিজেকে গোলাপ বাগানে কাকতাড়ুয়া মনে হয়। নিজের অতীতটা ওকে ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে। মনে হয় কঠিন সময় কি আর কারও আসে না! তাবলে সবাই কি গুন্ডামি শুরু করে? ওয়াগন ব্রেকিং, স্মাগলিং, ড্রাগস, তোলাবাজি, এমনকী খুন করে! কোন অন্ধকার পথে এতটা চলে এল নোনতা! ছোটবেলায় বিবেকানন্দর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে যার মনে হত এমন হতে হবে, আজ সে নোনতা মস্তান! কানাগুলায় ধরেছিল নাকি ওকে? এমন একটা ছেলেকে কি কোনওদিন ভালবাসতে পারে ফলক? সার বলতেন, 'টাফ টাইমস ডু নট লাস্ট, টাফ পিপল ডু'। সেটা কী করে ভুলে গেল নোনতা? সবাই বলে নোনতার খুব সাহস। আসলে ও জানে বন্দুক হাতে মুরগির মতো বুকের খাঁচাগুলোদের মাঝে ঘুরলেই সাহসী হওয়া যায় না। কাউকে মারতে সাহস লাগে না, বাঁচাতে লাগে। কঠিন সময়ে ঠিক কাজটা করতে সাহস লাগে।
"কী কাকা সন্ন্যাসী হবে নাকি?" জনি একটা সিগারেট হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল পাশে।
"ভাট বকা শুরু করলি তো!"
"তাই? ভাট বকছি?" হাসল জনি, "জানিস তো লাথ খাওয়া প্রেমিকদের জন্য অপশন দুটো। একটা মালখোর, অন্যটা সন্ন্যাসী। তুই কী হবে?"
"আবার?" নোনতা চাপা গলায় ধমক দিয়ে এদিক ওদিক তাকাল, "তোকে বলেছি না এসব নিয়ে কথা বলবি না!"
জনি সিগারেটটা টোকা মেরে ফেলে ঘুরে দাঁড়াল নোনতার দিকে। তারপর বলল, "কেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছিস বলতো? আমার এক মামা ছিল। একটা মেয়েকে ভালবাসত। কিন্তু মেয়েটা বাসত না। ব্যস, মামা ঝাড় হয়ে গেল পুরো। নিজে বিয়ে-শাদি করল না। কয়েক বছর পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালো রাস্তা-ঘাটে তারপর এক জ্যোৎস্না রাতে পীরবাবার পুকুরে ডুব

www.monersathe.com

দিল। আর উঠল না! তাই বলছি, এসব প্রেম-ট্রেমে ঢুকিস না। সামনে গোটা লাইফ পড়ে আছে। লোহাদার কাজে মন দে। জমির ভাপ বুঝে নে। পরে সময় বুঝে সরে গিয়ে প্রোমোটারি শুরু করে দিবি। লাইফের গেম, সেট অ্যান্ড ম্যাচ।"
নোনতা হাসল, "শালা, পুরো ক্যান্টার করে দিলি তো ভাষণ দিয়ে। দাঁড়া লোহাদাকে বলছি সামনের জমায়েতে তোকে স্টেজে তুলতে।"
"লোহাদা এমনিতেও শালা জিতবে। স্টেজে উঠতে হবে না কাউকেই।" জনি নাক টানল, "সনাতনের নাম শুনেছিস?"
"সনাতন!" নোনতা ভুরু কোঁচকাল, "কে বলতো। শোনা শোনা লাগছে!"
"সেকী রে! সুপারি কিলার। শুনিসনি নাম! খুব ভদ্র নাকি ব্যবহারে! কাউকে মারার আগে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে তার সঙ্গে কথা বলে। যন্তরের হাত-বাক্স একদম!"
"ও, হ্যাঁ," নোনতা তেমন একটা পাত্তা দিল না, "শুনেছি বোধহয়। কেন?"
জনি আচমকা কাছে ঝুঁকে পড়ল, "শুনেছি লোকটা নাকি একদিন এসেছিল লোহাদার কাছে। কাজ চায়। মাস চারেক হল বেরিয়েছে জেল থেকে।"
"তো?" নোনতা বিরক্ত হল, "এসব আমায় বলছিস কেন!"
"আরে ভোটে লোকটাকে যদি লোহাদা ইউজ করে তবে কেউ আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে ভেবেছিস!"
নোনতা কোনও উত্তর দিল না। এসব জেনে ওর কী হবে! সামনে ভোট, তাই রিজার্ভে কিছু ভাড়াটে গুন্ডা রাখতেই হয়। কারণ অবস্থা বুঝে তাদের লেলিয়ে দিতে হয় গন্ডগোল করাতে। অচেনা গুন্ডা হলে 'ও আমার দলের নয়', বলাটা সুবিধেজনক। এসব পুরোনো হিসেব। দেখে দেখে চোখ পচে গেছে নোনতার। ও জানে আসলে কাজটা লোহাদা ওকে দিয়েই করাবে।
"কীরে? কোনও রিঅ্যাকশান দিচ্ছিস নাতো?" জনি খোঁচা মারল নোনতাকে। কিন্তু নোনতা কিছু বলার আগেই দেখল হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে লোহাদা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে গুরুতর কিছু হয়েছে। আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা ভিড়টাও অবাক হয়ে দেখছে লোহাদাকে।
"কী হয়েছে দাদা?" নোনতা এগিয়ে গেল।
"ফলক," নোনতাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল লোহাদা।
"কী হয়েছে?" নোনতার গলাটা কেঁপে গেল সামান্য। ও মনে মনে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল। লোহাদার সামনে এমন ব্যাকুল হয়ে পড়াটা ঠিক দেখাচ্ছে না।
লোহাদা চাপা গলায় বলল, "রাঘবের বাইকটা নিয়ে চটপট চলে যা। ইটভাটার কাছে আমার গাড়িটা বিগড়েছে। তোচন ঠিক করতে পারছে না। ওদিকে গন্ডগোলও একটা লেগেছে। ফলক ফোন করেছিল। ভয়ে কাঁপছে মেয়েটা। তুই এক সেকেন্ড দেরি করবি না। দ্রুত যা।"
লোহাদার থেকে বাইকের চাবিটা নিল নোনতা। রাঘব লোহাদার সেক্রেটারি। বাইকটাও ভাল। দ্রুত পৌঁছনো যাবে।
"কীরে কোথায় যাচ্ছিস? এই নোনতা! কীরে..." জনি পিছন পিছন এল।
কিন্তু পাত্তা দিল না নোনতা। জনির সব বিষয়ে নাক গলানো ভাল লাগে না। ওর কি আর এখন এইসব ফালতু প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আছে? ফলক ওই অবস্থায় কেমন আছে এটাই এখন ওর মূল চিন্তা। চোয়াল শক্ত করল নোনতা। বিলু আর চিকনার গন্ডগোলে ফলকের যদি একটাও আঁচড় লাগে তবে হারাম্ভা দেখবে আসলে নোনতা কে!
ইটভাটাটা একশো বছরেরও বেশি পুরোনো। গঙ্গার এই পাড়ে এটাই সবচেয়ে বড় ভাটা। বাইকটাকে একটা বড় বট গাছের গোড়ায় দাঁড় করিয়ে মোবাইলটা বের করে ফলকের নম্বরটা ডায়াল করল নোনতা। নম্বরটা ওর কাছে বেশ কিছুদিন যাবৎ আছে। কিন্তু ফোন এই প্রথম করছে।
মোবাইলটা কানে লাগিয়ে নোনতা বুঝতে পারল ওর হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে। ফলকের সঙ্গে এমন একা একা কথাও যে এই প্রথমবারই বলছে।
"কোথায় তুমি?" নোনতার শ্বাস পড়ছে দ্রুত।
"আমি, এই... এই গম কলটার কাছে রয়েছি।" কোনওমতে বলল ফলক, "কারা যেন মুখে গামছা বেঁধে দৌড়চ্ছিল। হাতে সোর্ড আর বন্দুক। আমি পালিয়ে এসে গমকলের ঝাঁপের সামনে রয়েছি। তুমি তাড়াতাড়ি এসো নোনতাদা।"
"ভয় পেও না।" নোনতা আবার বাইকে উঠল, "কেউ কিছু বললে লোহাদা বা আমার নাম বলবে। বলবে নোনতা তোমায় ওখানে দাঁড়াতে বলেছে। আমি এক মিনিটের ভেতরে আসছি।"
ফোনটা কেটে গাড়ি ছুটিয়ে দিল নোনতা। ফলকের গলাটা একলা বেড়াল ছানার মতো কাঁপছে যেন। নোনতার বুকের ভেতরটায় যেন সিমেন্টের মিক্সার ঘুরছে বনবন করে। মনে হচ্ছে দুরন্ত হাওয়ার মধ্যে দু' হাত দিয়ে ছোট্ট আগুন আগলে রাখার মতো করে আগলে রাখে ফলককে।
এইসব জায়গায় মারামারি লাগলেই দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির ঘরের দরজা জানলা আটকে দেওয়া হয়। এমনকী ইট মেরে রাস্তার আলোগুলো পর্যন্ত ভেঙে দেয় ছেলেগুলো। ছাই রঙা একটা অন্ধকারকে নোনতার বাইকের আলো নিমেষে দু' আধখানা করে দিল। ওই তো সামনে গমকল। ছায়ায় আবছায়া মতো ওটাই কি ফলক?
নোনতা দ্রুত এগোলো। আর ঠিক তখনই

> অন্ধকারকে নোনতার বাইকের আলো দু' আধখানা করে দিল। ছায়ায় আবছায়া মতো ওটাই কি ফলক?

একটু পিছনে তুমুল শব্দ করে বোমা ফাটল একটা। ফট্ ফট্ করে পাইপ গানের শব্দ এল। নোনতা বুঝতে পারল এবার এইদিকে আসছে ঝামেলাটা। ও আর সময় নষ্ট করল না। গিয়ার চড়িয়ে বাইকটাকে ছিটকে নিয়ে গেল সামনে। তারপর পিছনের চাকাটা গোল করে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল গমকলের সামনে।
"মাগো!" চিৎকার করে উঠল ফলক।
"তাড়াতাড়ি পিছনে ওঠো।" নোনতা চাপা গলায় বলে উঠল, "শক্ত করে বাইকের পিছনটা ধরে থাকো।"
ফলক নোনতার কাঁধটা ধরে লাফিয়ে উঠল পিলিয়নে। বলল, "চলো নোনতাদা।"
"ধরো ভাল করে।"
নোনতা দ্রুত স্পিড বাড়িয়ে দিল বাইকের। প্রায় লাফিয়ে উঠে বাইকটা এগিয়ে গেল। সামনে আরও বোমা পড়ছে। হল্লাটা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ডানদিকে একটা গলি। ওটাতে ঢুকে এগিয়ে গেলেই গঙ্গা পাড়ের রাস্তা। সেটাতে উঠতে পারলে অনেকটা সেফ। নোনতা

www.monersathe.com

কোনওদিকে না তাকিয়ে গলির দিকে ঘোরালো বাইক। হাওয়ায় শিসের মতো শব্দ হল একটা। পিছনের একটা দেওয়ালের কিছুটা খশে পড়ল। গুলি! এদিকে গুলি ছুঁড়ছে। আবছায়া এক দঙ্গল ছেলেকে আসতে দেখা যাচ্ছে। নোনতা জানে পরের গুলিটা মিস নাও হতে পারে। ও টপ গিয়ারে দিয়ে বাইকটা ঢুকিয়ে দিল গলিতে। তারপর সোজা চালিয়ে দিল। একটু পরে যখন গঙ্গা পাড়ের রাস্তায় পৌঁছল নোনতা, বুঝল গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর। তবে বিপদ কেটেছে। এদিকটা শান্ত আর নির্জন। যাক! একটু সহজ হতে গিয়েও হঠাৎ চমকে উঠল নোনতা। নরম দুটো হাত। পিঠে মাখনের মতো স্পর্শ! বুঝল ওকে পিছন থেকে প্রাণপণে জাপ্টে ধরে বসে রয়েছে ফলক! নোনতার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুঝল ওর জীবনে বিপদ সহজে কাটবার নয়!

পাঁচ

ফুলবউদির দিকে তাকিয়ে নিজেই হাসল নোনতা। বউদি বারান্দায় জামা কাপড় মেলছিল। নোনতাদের সদর দরজার আওয়াজ শুনে অভ্যেসমতো তাকিয়েছিল কেবল। তখনই নোনতার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। নোনতা নিজের অজান্তেই হেসে ফেলেছিল।

বউদি নোনতার এমন ব্যবহারে ঘাবড়ে গেছিল খুব। কী করবে বুঝতে না পেরে চটপট ঢুকে গেছিল ঘরে।

নোনতা আজ হাসছে। সকাল থেকেই হাসছে। দাঁত মেজে ঘরে ঢুকে হাসছে। সকালের চা আর টোস্ট খেতে খেতে হাসছে। এমনকী বাবা খিঁচিয়ে ইলেকট্রিকের বিল জমা দিতে বলাতেও ফিক ফিক করে হাসছে। আজ সকাল থেকেই ওর মনে হচ্ছে পৃথিবীটা খুব একটা খারাপ নয় তো! মানুষজনও তেমন ধান্দাবাজ কিছু নয়। মনে হচ্ছে আজ সবাইকে ক্ষমা করে দেবার দিন। যাদের কাছে ভুল করেছে তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবার দিনও আজ। স্যারের কথাও মনে পড়ছে খুব। ইন্সপিরেশন! কী যে ওর ইন্সপিরেশন সেটা যদি স্যারকে একবার দেখাতে পারত!

শার্টটা ভাল করে গুঁজে নিল নোনতা। দিদি বলে শার্ট গুঁজে পড়লে ওকে নাকি ভাল দেখায়। আজ ওর ভাল দেখানোটা জরুরি। ফলকের সামনে আজ তো আর যেমন তেমন করে যেতে পারে না।

সেদিন অমন করে বিপদের মধ্যে থেকে ফলককে বাঁচিয়ে আনাটা ওদের মধ্যের সম্পর্কটা আরও সহজ করে দিয়েছে। মানে ফলক নিজের থেকেই এখন অনেক কথা বলে। কাছে আসে। সবার চোখ বাঁচিয়ে নিজের ঘরের জানলায় এসে ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। কখনও বলে, "তোমার ফিগারটা একদম মডেলের মতো। সেদিনে বাইকে জড়িয়ে ধরেই বুঝেছি।"

নোনতার গায়ে কাঁটা দেয়। কী বলবে বুঝতে পারে না। ওর ভেতরে এক পাহাড় বরফ গলে যায় সম্পূর্ণ।

গতকাল সন্ধেবেলা বোকাদার চায়ের দোকানে বসে তোচনকে ঝাড়ছিল নোনতা। জিজ্ঞেস করছিল, কেন সেদিন

www.monersathe.com

অমন অন্ধকারে ফলককে একা ফেলে গ্যারাজে গেছিল মেকানিক ডাকতে। তোচন আমতা আমতা করছিল। নোনতা ঘটনাটা লোহাদাকে বলেনি। কিন্তু লোহাদা যদি জানতে পারে তাহলে তোচনের যে কী হবে সেটাই কড়া গলায় বোঝাচ্ছিল তোচনকে।

এমন সময় ওর মোবাইলে কল করেছিল ফলক। এক ঝলক নামটা দেখেই বুকের রক্ত চলকে উঠেছিল নোনতার। ও চোখের ইশারায় তোচনকে চলে যেতে বলে দোকানের বাইরে এসে ধরেছিল ফোনটা। ফলক বলেছিল, "এতক্ষণ রিং হয় কেন? তাড়াতাড়ি ধরতে কী হয়?"

নোনতা নরম গলায় বলেছিল, "ভুল হয়ে গেছে। বলো।"

"ভুলের ডিকশনারি একটা। সব কিছুতেই ভুল হয়! শোনো, আমার তোমার সঙ্গে খুব দরকার আছে।"

"হ্যাঁ, বলো।" নোনতা চট করে একবার দেখে নিয়েছিল বোকাদার দোকানটার দিকে।

"না, এভাবে নয়। কাল ভাসান ঘাটে আসবে এগারোটা নাগাদ। আমি গাড়ি নেব না কলেজ যেতে। খুব ইমপরট্যান্ট দরকার।"

"এখন বলা যায় না?" নোনতা বুঝতে পারছিল না কী এমন দরকার পড়ল।

"না যায় না," ফলক চুপ করে ছিল একটু। তারপর বলেছিল, "কথাটা আমার তোমাকে বলতেই হবে। আমি আর পারছি না।"

আজও বেরবার সময় দিদি বলেছিল ওই ইনশিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেবার কথাটা যেন লোহাদাকে বলে। উত্তরে হেসেছিল নোনতা। আজ তো দারুণ খুশির দিন। এমন দিনের মধ্যে টাকা পয়সা এনে সেটা কি গুলিয়ে দিতে আছে। দিদিটা কিছু বোঝে না।

আজ সাইকেল নিয়েছে নোনতা। ভাসান ঘাটটা অনেকটা দূর। হেঁটে গেলে ঘেমে স্নান করে যাবে পুরো। অমন ভেজা চড়াই হয়ে কি যাওয়া যায় নাকি!

লোহাদা বলছে মোটরবাইক কিনে দেবে। কিন্তু কবে দেবে কে জানে! ভোটের কাজ করিয়ে নেবার জন্য ঢপ দিচ্ছে না তো! লোহাদাকে বিশ্বাস করে না নোনতা। ও না-থাকার সুযোগ নিয়ে নিজের চেয়ে অত ছোট ওর দিদির দিকে হাত বাড়াতে লোকটার একটুও দ্বিধা হয়নি। ভাবলেই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে ওর। মনে হয়, প্রথম দিকে নিজের গুন্ডা দলে ওকে না ঢুকিয়ে ছোটখাটো কোনও কাজ কি দেখে দিতে পারত না লোহাদা। ওর সাহস আর চেহারার কাঠিন্য দেখে ওকে নিজের কাজে এভাবে ব্যবহার করল। গোটা জীবনটাই এই লোকটাই পুরো নষ্ট করে দিয়েছে।

বাধ্যতার প্লাস্টারের তলায় আজকাল মাঝে মধ্যেই কেন জানে না রাগের একটা অশ্বত্থ

> মোবাইলে কল করেছিল ফলক। এক ঝলক নামটা দেখেই বুকের রক্ত চলকে উঠেছিল নোনতার।

চারা মাথা তুলতে চায় বারবার।
ভাসান ঘাটের কাছেই একটা ছোট্ট গুমটি আছে। এটাও শতাব্দীর পুরনো। কিন্তু যেহেতু সংরক্ষণ করা হয় তাই এখনও রয়েছে ঘরটা। তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ফলক। সাইকেলটা গুমটির পাশে দাঁড় করিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল নোনতা। ফলক তাকাল ওর দিকে। হাসল। কিন্তু স্বাভাবিক হাসি নয়। বেশ নার্ভাস হয়ে আছে মেয়েটা। নোনতার খুব ইচ্ছে হল হাতটা ধরতে। ইচ্ছে হল নিজের কাছে ঘন করে টেনে নিতে। ইচ্ছে হল.. দু'হাত মুঠো করে নিজেকে সামলাল ও।
ফলক বলল, "এভাবে আমাদের দেখা করাটা বোধহয় ঠিক হল না, না? বাবা জানতে পারলে রাগ করবে।"
নোনতা কী বলবে বুঝতে পারল না। সন্ধের অন্ধকারে মোটরবাইকে ঘন হয়ে বসে এল যখন লোহাদা তো তখন কিছু বলেনি! আর এখন দিনেরবেলায় কথা বলছে বলে রাগ করবে!
ফলক আবার বলল, "কিন্তু কথাটা আমায় যে তোমাকে বলতেই হবে নোনতাদা। আর যে আমি থাকতে পারছি না।"
নোনতার কান দু'টো গরম হয়ে গেল। বুকের ভেতরে কে যেন ফুঁ দিয়ে একটা বেলুন ফুলিয়ে দিল। গলাটার মাটি ফেটে গেল শব্দ করে। আনন্দের থেকেও কি এমন দম বন্ধ হতে পারে মানুষের! এই মুহূর্তটার জন্য যে কত দিন ও অপেক্ষা করে ছিল সেটা যদি ফলক জানত!!
ফলক এগিয়ে এসে আলতো করে হাতটা ধরল ওর। তারপর বলল, "আমি ভালবাসি।"
নোনতার পা-টা কেঁপে গেল। মনে হল হাঁটু দু'টো নরম মাটির তৈরি।
"ও আমার কলেজে পড়ে। জি. এস.। তবে বাবার অপোনেন্ট পার্টি করে। গরিবের ছেলে। তোমায় হেল্প করতে হবে আমাদের নোনতাদা। আমার রেজিস্ট্রি করে রাখতে চাই। প্লিজ নোনতাদা, না বোলো না। তুমিই পারো আমাকে হেল্প করতে। ওকে ছাড়া আমি মরে যাব। একদমই মরেই যাব। তুমি প্লিজ কিছু বলো। বলো আমায় হেল্প করবে। বাবা জানলে আমায় আস্ত রাখবে না আর। বাবাকে একমাত্র তুমিই সামলাতে পারবে। ঠিক আছে, দরকার হলে তুমি কথা বোলো ওর সঙ্গে। দেখো ও ভাল ছেলে কি না! ওর নাম একলব্য। সবাই বলে একা।"
মাথাটা তুলে চোখ বন্ধ করল নোনতা। বুকের ভেতর থেকে একের পর এক বেলুন উড়ছে, উড়ে চলেছে। সাদা-কালো সব বেলুন ঢেকে ফেলছে আকাশ। তার ভেতরে ছোট্ট হলুদ একটা বেলুন দেখতে পাচ্ছে নোনতা। বুঝতে পারছে আশেপাশে অনেক বেলুন থাকলেও ওই মনমরা হলুদ বেলুনটা আসলে ও। ওই মনমরা হলুদ বেলুনটা আসলে একা।

ছয়

"কোথায় যেতে পারে বলতো?" লোহাদা ভুরু কুঁচকে তাকাল নোনতার দিকে। নোনতা মাথা নিচু করে নিল। তোচন গাড়িটা নিয়ে বড় ঘড়ির মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছে না। গাড়ির সামনের সিটে তোচনের পাশে বসে রয়েছে জনি। পিছনের সিটে লোহাদা আর নোনতা। সন্ধে হয়ে আসছে এখন। আশেপাশের দোকানপাটের আলোগুলো পিটপিট করে জ্বলতে শুরু করেছে। দূরে, পশ্চিম আকাশে মেঘ দেখা দিচ্ছে। থম মেরে থাকা আকাশটা দেখে ভাল লাগল না নোনতার। ঝড় উঠতে পারে।
"কীরে বললি না তো? ওঃ, মেয়েটা আমার মান সম্মান রাখল না কিছু। সামনে ভোট তার মধ্যে প্রেম করছে! তাও ওই জানোয়ারটার সঙ্গে! কীরে কী ভাবছিস?" লোহাদা খোঁচা দিল নোনতাকে।
নোনতা উত্তর না দিয়ে তোচনকে জিজ্ঞেস করল, "ফলকের কোন বান্ধবীর বাড়িতে বেশি নিয়ে যেতিস ওকে?"
"ওই রাণু বলে একটা মেয়ের বাড়িতে নোনতাদা। কুঠি-বাগানের দিকে থাকে।"
"চল ওই দিকে।" নোনতা এবার লোহাদার দিকে ঘুরল, "আপনি ভাববেন না দাদা। ঠিক পেয়ে যাব। রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়েছে। যাবেটা কোথায়?"
"রাগ করে নয় রে শালা," লোহাদা খিঁচিয়ে উঠল, "পালিয়েছে মেয়ে। চিঠি লিখে পালিয়েছে। তোরা সবকটা অপদার্থ। আগে বলতে পারিসনি মেয়েটার মাথা খাচ্ছে ওই বানচোতটা! তোদের পয়সা দিয়ে কি আমি সার্কাস করতে রেখেছি?"
নোনতা মাথা নিচু করে নিল। চোয়াল শক্ত করে বসে রইল চুপ করে। ও ভাবতে পারেনি ফলক এমনটা করবে।
সেদিন গঙ্গার ঘাট থেকে টলতে টলতে বাড়িতে ফিরেছিল নোনতা। সাইকেলে উঠে মনে হয়েছিল মাথায় কেউ পারদ ভরে দিয়েছে। রাস্তাঘাটগুলো ভাঙা কাচের ওদিকে রাখা কোনও দৃশ্য মনে হচ্ছিল। আর গরম লাগছিল খুব। দরদর করে ঘামছিল নোনতা।
ফলক একলব্য বলে একজনকে ভালবাসে? নোনতাকে ওকে সাহায্য করতে হবে ওই ছেলেটাকে বিয়ে করায়? নোনতাকে এই জন্য দরকার ফলকের? তাই অত ইশারা! হাসি! সব ওকে ভোলাবার জন? গেঁথে তোলবার জন্য? নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য! যেমন বাপ ঠিক তেমন মেয়ে!
সারাটা দিন প্রেশার কুকারের মতো ফুঁসছিল নোনতা। বাড়ি থেকে বেরোয়নি। খায়নি। এমনকী মোবাইলটাও বন্ধ করে রেখেছিল। যাকে এত ভালবাসে তাকে কী করতে পারে মানুষ? হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে? মাটিতে পুঁতে দিতে পারে? নাকি চোখ মেলে দেখতে পারে যে সে অন্যের দু'হাতের মধ্যে চলে যাচ্ছে!
মাথার ভেতরে জ্বালা করছিল নোনতার। জন্তুটা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছিল। মনে হচ্ছিল একলব্যর শরীরে পিস্তলের গোটা ক্লিপটা খালি করে দেয়। কে আটকাবে ওকে? এমনিতেই ছেলেটা লোহাদার বিরোধী দল করে। তার ওপর লোহাদার মেয়েকে জপাচ্ছে। মালটা হাপিস করতে পারলে লোহাদা খুশি হয়ে দু' চাকার বদলে হয়তো চার চাকায় কিনে দেবে ওকে।
কী করবে বুঝতে না পেরে ছটফট করছিল নোনতা। সন্ধের সময় তাই জনি দেখা করতে আসায় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। গলগল করে বদ রক্তের মতো সব কিছু বের করে দিয়েছিল ও।
সব শুনে হেসেছিল জনি। বলেছিল, "এই ব্যাপার? এতেই টাল খেয়ে গেলি! এতো এক মিনিটে সলভ হয়ে যাবে। চল আমার সঙ্গে।"
"কোথায়?" জিজ্ঞেস করেছিল নোনতা।
"আঃ, চল না।" জনি প্রায় টানতে টানতে

অনেক বেলুন থাকলেও ওই মনমরা হলুদ বেলুনটা আসলে ও। ওই মনমরা হলুদ বেলুনটা আসলে একা।

www.monersathe.com

ওকে বের করেছিল বাড়ি থেকে। তারপর সটান নিয়ে হাজির করেছিল লোহাদার সামনে।
লোহাদা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওদের দিকে, "কী ব্যাপার তোদের?"
জনি বলেছিল, "দাদা আপনাকে একটা খবর দেওয়ার ছিল। আপনি রাগ করবেন না। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়তো। কিন্তু..."
"ঢ্যামনামি না করে বল।" লোহাদা শক্ত গলায় বলেছিল।
জনি নিখুঁতভাবে সব বলেছিল লাহাদাকে। তারপর মার। আটকে রাখা। চিৎকার। কান্না। আরও মার।
আজকাল নীচের থেকে ফলকের ঘরের বন্ধ জানলার দিকে তাকিয়ে নোনতার কেমন যেন লাগত। ভেবেছিল প্রতিশোধ নেবে, কিন্তু এখন বুঝেছে মানুষ যাকে ভালবাসে তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া মানে নিজেকেই আরও আঘাত করা।
সেই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন সব শান্ত ছিল। তারপর হঠাৎ আজ বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ফলককে। চিঠি লিখে চলে গেছে মেয়েটা। বলেছে, ওকে যেন আর না খোঁজা হয়।
লোহাদার সঙ্গে নোনতাকেও বেরতে হয়েছে বটে খুঁজতে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছে ও। খালি মনে হচ্ছে ওর জন্যই বোধহয় এসব হল।
রাণুদের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে প্রায় লাফিয়ে নামল নোনতা। তারপর লোহার গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকল। পিছন পিছন জনিও এল।

পাওয়া যাচ্ছে না ফলককে। চিঠি লিখে চলে গেছে মেয়েটা। বলেছে, ওকে যেন আর না খোঁজা হয়।

গাড়ির আওয়াজ, গেট খোলার শব্দে একটা অল্প বয়সি মেয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এটাই নিশ্চয়ই রাণু। মেয়েটাকে চেনা লাগল নোনতার।
"ফলক কোথায়?" নোনতা চোয়াল শক্ত করে তাকাল মেয়েটার দিকে।
"ফ-ফলক?" উদ্বিগ্ন মেয়েটা চট করে একবার পিছনের দিকে তাকাল, "আমি জানি না। বাড়িতেই থাকবে হয়তো।"
"মিথ্যে বোলো না। গাড়িতে লোহাদা আছে। জানো তো কী হতে পারে মিথ্যে বললে?" জনি শান্ত গলায় বলল, "তোমার একটা ছোট ভাই আছে না? আমি দেখেছি তো। ক্লাস নাইনে পড়ে। বড় গির্জার মাঠে ফুটবল খেলতে যায়। সে যদি একদিন বাড়ি না ফেরে তখন তোমার বাবা মায়ের কী হবে ভাবতে পারো?"
"মানে?" রাণুর মুখ সাদা হয়ে গেল।
জনি শান্ত চোখে তাকাল, "মানে ফলক কোথায় আছে বলো। নাহলে ভাটায় তোমার ভাইকে রডে গেঁথে ঝলসাব।"
আর পারল না রাণু। ভয়ে কেঁদে ফেলে ভেতরের দিকে দেখিয়ে ফোঁপানো গলায় বলল, "ও-ও ভেতরে ওয়েট করছে। একার আসার কথা... ওদের আজ

রাতেই... মানে..."
নোনতা দৌড়ে ঢুকে গেল ভেতরে। রাণুর মা আর বাবা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওকে দেখে। নোনতা কড়া চোখে তাকাল ওদের দিকে। ওরা ভয়ে আঙুল তুলে একটা ঘর দেখিয়ে দিল।
নোনতা এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজাটায় দড়াম করে লাথি মারল একটা। ছিটকিনি থেকে উপড়ে গিয়ে খুলে গেল দরজাটা। দেখল ভেতরের খাটে ভিতু খরগোশের মতো বসে রয়েছে ফলক।
নোনতা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ওর সামনে, "চলো। লোহাদা বসে আছে গাড়িতে।"
ফলক হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর আচমকাই হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'হাত দিয়ে কিল, চড় চালাতে লাগল পাগলের মতো। নোনতা একটু টলে গেলেও সামলে নিল নিজেকে। তারপর চেপে ধরল ফলকের হাত। বলল, "চলো।"
হাত দুটো আটকে যাওয়ায় নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল ফলক, পারল না। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ও তাকাল নোনতার দিকে, তারপর একদম আচমকাই ভেঙে পড়ল কান্নায়। নোনতার বুকে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল ফলক।
নোনতাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো ওর বুকে মুখ ঘষতে লাগল, "কেন এমন করলে তুমি? কেন এমন করলে? আমার বাবার চেন বাঁধা কুকুর তুমি? তুমি কুকুর? আমি ঘেন্না করি তোমায়। তোমায় ঘেন্না করি।"

ফলক হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিল, চড় চালাতে লাগল পাগলের মতো।

সাত

দিদি আজকেও মনে করিয়ে দিয়েছে টাকার কথা। ভোট এগিয়ে আসছে রনপা লাগিয়ে। তাই লোহাদার সময় নেই একটুও। দিদির কাছে আসছেও না। লোহাদা বলে দিয়েছে দিদি যেন কিছুতেই নিজের থেকে যোগাযোগ না করে লোহাদার সঙ্গে। লোহাদা আসবে দিদির কাছে। নিরুপায় দিদির সেই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই টাকার জন্য এত করে বলতে হচ্ছে নোনতাকে।
নোনতার এসব ভাল লাগে না। কিন্তু দিদির সমস্যাটা ও বোঝে। তাই বিরক্তিটা দেখাতেও পারে না। লোহাদাকে ও বলেছে টাকার ব্যাপারটা। দু-তিনবার বলেছে। কিন্তু লোহাদা কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। ভাবটা এমন করেছে যেন শুনতেই পায়নি কিছু।
নোনতার খুব মানে লাগে টাকা চাইতে। ওকে মাস গেলে যে টাকাটা দেয়, সেটা নিয়েও ও কখনও কিছু বলে না।
দিদির টাকাটাও ও দিয়ে দিত। কিন্তু প্রায় আট হাজার টাকা শর্ট পড়ছে। তাছাড়া দিদির কথা হল লোহাদা তো নিজেই বলেছিল দেবে টাকা।
নোনতা জানে সামনে ভোট, তারওপর ফলক—লোহাদার এখন মাথার ঠিক নেই। এদিকে বিরোধীরা নাকি গতকাল একটা মিটিঙে বলেছে ললিত রক্ষিত একটা খারাপ মানুষ। বলেছে, যে নিজের মেয়ের ওপরে অত্যাচার করে সে কেমন লোক সবাই বুঝে গেছে। একলব্য ছেলেটা যে ওই মিটিংটাতে ছিল সেটা খবর নিয়ে জেনেছে লোহাদা।
নোনতার মাঝে মাঝে খুব ক্লান্ত লাগে আজকাল। সামনে ভোট। আবার সেই মারামারি, খুনোখুনি হবে। আবার চোর পুলিশ খেলা, লুকোনো, টেনশন, আন্ডারগ্রাউন্ড—ওঃ, সত্যি আর ভাল লাগে না নোনতার।
এখন নিয়ম করে সকালে খবর কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে ও। সিকিউরিটি গার্ড, পিওন এমন টুকটাক কাজের স্কোপ আছে ও বোঝে। কিন্তু এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে ওই সামান্য কটা টাকায় কি চলবে ওদের? তাছাড়া ভাবে, লোহাদাও কি ছেড়ে দেবে ওকে?
রাস্তায় বেরিয়ে আজ হাঁটতে লাগল নোনতা। সামনে রঘুদার পানের গুমটি। ওকে দেখে রঘুদা এগিয়ে এল আজ। অবাক হল বেশ। বাড়িটা নিয়ে লোহাদার খোঁচানোর পর থেকে রঘুদা এড়িয়ে চলে নোনতাকে। সে নিজের থেকে আসছে কেন?
"কী ব্যাপার রঘুদা? কিছু বলবে?"
রঘুদা আমতা আমতা করল। তারপর বলল, "তোমায় একটা কথা বলব ভাবছিলাম।"
"বলো।"
"মানে..." রঘুদা মাথা নিচু করল, তারপর বলল, "তোমার বন্ধু জনি... ও ফুলের কাছে আসে আজকাল। মানে..."
"মানে?" নোনতা ভুরু কোঁচকাল।
"ফুল তো ছেলেমানুষ। আমিও ঠিক সময় দিতে পারি না। তাই... ও একটু ফাঁকা থাকে... মানে... তাই বলে ওভাবে আসবে জনি? ফুলকে কাল মেরেছি। তুমি জনিকে একটু বোলো। ও কেন আমার বউ-এর মাথা খাচ্ছে?"
নোনতার বিরক্ত লাগল। কে কার মাথা খায় সেটা কি জানে রঘুদা? বারান্দায় কে দাঁড়ায় এমন করে? এতদিন নোনতাকে গাঁথার চেষ্টা করেছিল। এবার জনিকে গেঁথেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে নোনতা কী করতে পারে?
ও বলল, "আচ্ছা আমি দেখব। তুমি এখন যাও রঘুদা। তবে একটা কথা ফুলবউদি ছেলেমানুষ যখন তখন কেন বিয়ে করতে গেছিলে?"
সামনে ভোট তাও আজ লোহাদার অফিসে গিয়ে অবাক হল নোনতা। গোটা অফিসটা প্রায় ফাঁকা। বসার ঘরে শুধু লোহাদা, জনি আর রাঘব বসে রয়েছে। নোনতাকে দেখে লোহাদার ভুরু কুঁচকে গেল। বলল, "তুই?"
"হ্যাঁ লোহাদা, আসতে দেরি হয়ে গেল। একটা কথা ছিল।"
"কী কথা?" লোহাদা টেবিলে পড়ে থাকা পেপার ওয়েটটা তুলে হাতে নিল।
"ওই বলেছিলাম একটু টাকা ধার লাগবে। দিদি ইনশিওরেন্সের প্রিমিয়ামটা..."
"শালা, তোর বাপ টাকা রেখে গেছে এখানে?" আচমকা পেপার ওয়েটটা মাটিতে আছাড় মেরে চিৎকার করে উঠল লোহাদা, "টাকা টাকা আর টাকা। তোর ওই ছেনাল দিদিটা কী ভেবেছে? আমার টাঁকশাল আছে? তোরা ভাই বোন মিলে আমায় দুইয়ে নিতে চাস?"
নোনতা কী বলবে বুঝতে পারল না। কান লাল হয়ে উঠল। ও তো টাকা এমনি চাইছে না, ধার হিসেবেই চাইছে। সেখানে এসব কী বলছে লোহাদা!
"গোরুর মতো কী দেখছিস? চোখ তুলে নেব শালা। সামনে ভোট। ওই একলব্য আমার নামে পাবলিক মিটিঙে খিস্তি করছে। মেয়ে আমার মুখ দেখা বন্ধ করে দিয়েছে। আর সেখানে তোর টাকা চাই? টাকা? শুয়োর লাথি মেরে বের করে দেব একদম। দিদির দালালি করছিস!"

www.monersathe.com

"লোহাদা," রাঘব ধরল মানুষটাকে। তারপর বলল, "আপনি প্লিজ রাগ করবেন না। নোনতা বুঝতে পারেনি। আপনার প্রেশার হাই। প্লিজ কাম ডাউন।" তারপর চোখ দিয়ে জনিকে ইশারা করল।
জনি উঠে নোনতার হাত ধরে বলল, "চল, আর দাঁড়াস না। বাড়ি গিয়ে শান্ত হয়ে বোস।"
নোনতার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। ও দালালি করছে দিদির? ও এক ঝটকায় জনির হাত ছাড়িয়ে তাকাল লোহাদার দিকে, "লোহাদা, এসব কী বলছেন? আর জনি কী বলছে শুনছেন? আমি চলে যাব?"
"তুই যাবি, না তোকে লাথ মেরে ভাগাবো? ওই একলবার যদি একটা কিছু করতে না পারি..." লোহাদা গম্ভীর গলায় বলল।
"আমি ব্যবস্থা করব ওর। আপনি কিছু ভাববেন না লোহাদা। ওকে আমি শাসিয়ে আসব। দেখবেন আর কিছু করবে না।"
নোনতা রাগটা গিলে লোহাদাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। ও জানে এই লোকটার সঙ্গে বিবাদ করা ঠিক হবে না।
"তোকে বললাম না যেতে," লোহাদা খিঁচিয়ে উঠল, "দালালি করতে বলেছি! আবার কেস খেয়ে কেঁচোর গর্তে ঢুকতে চাস? তোরা ভাই আর দিদি দুটো কি শান্তি দিবি না আমায়? একটা অশিক্ষিত আর একটা চলানি! কী হল? যা বলছি!"
নোনতার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। এই লোকটার জন্য প্রাণপাত করেছে ও! সামান্য টাকার কথা বলতেই এমন রেগে গেল। সবার সামনে দিদিকে এমন করে বলল! ওকে এমন বলল!

নোনতার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। এই লোকটার জন্য প্রাণপাত করেছে ও! টাকার কথা বলতেই রেগে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে চোখের কোণায় আসা জলটা মুছল নোনতা। তারপর পিছন ফিরে একবার অফিস ঘরটা দেখল। আর তখনই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। দূরে ফলকের ঘরের জানলা আজ খোলা। আর সেখানে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা!

আট

জোনাকিরা উড়ছে চারিদিকে। আবছা অন্ধকারের ভেতর তাদের আলোগুলো আগুনের কুচির মতো লাগছে। গঙ্গা থেকে একটা নরম হাওয়া ভেসে আসছে। আশেপাশের গাছে শনশন আওয়াজ হচ্ছে। চোখ বন্ধ হয়ে এল নোনতার। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে ফুলবউদির মুখটা ভেসে উঠল। এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসল ও। মানুষ আসলে এক অদ্ভুত ধাঁধা। তাকে সঠিকভাবে চেনা খুব কঠিন।
আজ দুপুরে বাড়িতেই ছিল নোনতা। সেদিন সবার সামনে লোহাদা আচমকা অমন ব্যবহার করায় কয়েকদিন ওমুখো

www.monersathe.com

হচ্ছে না। বরং একটা বিতৃষ্ণা আসছে মনে। দিদিকে যে লোকটা ব্যবহার করে, ওকে কুকুরের মতো রাখে, তাকে কেন অমন মান্য করতে হবে ওকে?
দুপুরে খবরের কাগজ খুলে কর্মখালি দেখছিল নোনতা। এমন সময় দিদি এসে ঢুকেছিল ঘরে। বলেছিল ফুলবউদি এসেছে। শুনে খুব অবাক হয়েছিল নোনতা। বউদি কোনওদিন এ বাড়িতে আসে না। হঠাৎ এল কেন তবে? রঘুদার কিছু হয়েছে?
নোনতা একটা জামা গলিয়ে এসেছিল সামনের বারান্দায়। ফুলবউদিকে দেখে অবাক লেগেছিল ওর। মুখ চোখ দেখে বুঝতে পারছিল কিছু একটা হয়েছে।
বউদি সময় নষ্ট না করে বলেছিল, "জনি সক্কাল সক্কাল এসেছিল আজ আমার কাছে। সর্বনাশ হয়েছে। তোমার লোহাদা ওকে দায়িত্ব দিয়েছে একটা। একলব্যকে মারার দায়িত্ব।"
"মানে?" নোনতা ছিটকে উঠেছিল প্রায়। "আমি জানি তুমি ফলককে পছন্দ করো। জনিই বলেছে। বলেছে দাঁড় কাকের ময়ূর হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু ফলক তো আর তোমায় চায় না।" নোনতা বলেছিল, "আসল কথাটা বলো।"
"আমি এটুকুই জানি," বউদি বলেছিল, "জনি বলেছে আজ সন্ধেবেলা নাকি ওই একলব্যকে নিয়ে যাবে সারেঙ কুঠিতে। সেখানে... নোনতা তুমি কিছু একটা করো।"
নোনতা মাথা নিচু করে নিয়েছিল। একাকে মারার কথা বলেছে লোহাদা? জনি সব জেনেও এই কাজটা করছে!
বউদি যাওয়ার আগে আরও কিছু বলতে চেয়েছিল হয়তো। কিন্তু নোনতা জানে বউদির থেকে ওর কিছু শোনার নেই। জনিকে ওর বাড়িতেই পেয়ে গেছিল নোনতা। বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে একা থাকে জনি।
জনি হেসেছিল ওকে দেখে। ও বুঝতে পারছিল জনি প্রচণ্ড নেশা করে আছে। হয়তো এমন একটা কাজ করতে হবে বলেই এতটা মদ খেয়েছে।
মনে মনে দ্রুত হিসেব করে নিয়েছিল নোনতা। জনিকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে।
জনি হাসছিল খুব। জড়ানো গলায় বলছিল, "আজ শালা তোর হয়ে আমার রিভেঞ্জ নেওয়ার পালা। শালা বড়লোকের মেয়েগুলোর হেব্বি তেল। প্রেম মারাচ্ছে! রাজনীতি করে আমাদের হিরো। নোংরা পাঞ্জাবি জিনস্ ছাড়া পরে না। দাড়ি কাটে না। মুখে বাতেলা, গায়ে গন্ধ! তাতেও মেয়েরা প্রেমে পড়ছে! রোম্যান্টিক নাকি! বিপ্লব করবে! আজ সারেঙ কুঠিতে ওর বাপের শ্রাদ্ধ করব। লোহাদার নামে খিস্তি করছে। একলব্য, একা! আজ শালা..."
জনি টলমল করছিল, পড়ে যাচ্ছিল রাস্তায়। রেল লাইনের ধারে পরিত্যক্ত গুদামের কাছে ওকে নিয়ে এসেছিল নোনতা। জিজ্ঞেস করেছিল, "কে মারবে ওকে? কাকে ঠিক করেছিস?"
জনি হেসে বলেছিল, "তোমায় বলা তো বারণ গুরু। লোহাদা বলেছে তোকে ভোটের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে। এসব লাফড়ায় কেন যাবি! আমি সন্ধেবেলা একাকে নিয়ে যাব সারেঙ কুঠিতে... সনাতন আসবে... সে খুব ভদ্রলোক। নাম জিজ্ঞেস করবে... দু' একটা কথা বলবে... তারপর.. সত্যিকারের একলব্যর আঙুল কাটা গেছিল, আর এই মালটার..."
খিকখিক করে হাসছিল জনি, "তারপর, বলো হরি, হরি বোল, জ্যান্ত মরা কাঁধে তোল... শালা প্রেম? অন্য ছেলেদের সঙ্গে চলিয়ে ঢ্যামনা বিপ্লবী দেখে আর্ট ফিল্ম হচ্ছে!"
জনি আরও কীসব বলছিল। নোনতা ওকে ধরে বড় ভাঙাচোরা গুদামটার দিকে গেছিল। শুনশান দুপুর। গরম ডালের মতো রোদ। আকাশের অনেক ওপরে চক্কর মারতে থাকা চিল। এদিক ওদিক দেখে হেলে-পড়া বিরাট দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছিল নোনতা। জনি তখনও বকে চলেছিল। নোনতা কিছু বলেনি। ওকে কিছু বুঝতে দেয়নি। শুধু পিছন থেকে ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে আচমকা মেরেছিল একটা। বস্তার মতো পড়ে গেছিল জনি।
দ্রুত ওর মুখ হাত-পা বেঁধে একটা বস্তায় ভরে ফেলেছিল নোনতা। তারপর ভাঙা গুদামের হাজারটা জিনিসের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল। যে করেই হোক জনিকে একার কাছে পৌঁছতে দেওয়া যাবে না।
এরপর সাইকেল নিয়ে দ্রুত একলব্যর সঙ্গে দেখা করেছিল নোনতা।

ফলককে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু বুঝেছে ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রতিহিংসা নিজেকেই পোড়ায় বেশি।

জোনাকিরা উড়ছে চারিদিকে। গঙ্গার নরম হাওয়া এসে মিশে যাচ্ছে শরীরে।
নোনতার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এখন একলব্যরা কতদূরে? লোহাদা কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়ায় ফলকেরও নিশ্চয়ই বাড়ির বাইরে বেরতে অসুবিধে হয়নি কোনও! একলব্য কি বলবে ফলককে ওর কথা। ফলক কি বুঝবে কেন সব কিছু ছেড়ে লোহাদার বিপক্ষে এমনভাবে নেমে গেল নোনতা! বুঝবে অন্ধকার বারান্দা থেকে কেন ওই দোতলাটার জানলার দিকে তাকিয়ে থাকত ও! ফলক কি এখনও ঘেন্না করবে ওকে? সার বলতেন ইন্সপিরেশন খোঁজ। বলতেন কঠিন সময় থাকে না, কঠিন মানুষ টিকে থাকে। বলতেন, ঠিক কাজ করাটাই কঠিন। নোনতা জানে না ও ঠিক করছে না ভুল। ও শুধু জানে সনাতনকে ওকে থামাতে হবে। সনাতনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ওকে। নাহলে ফলকের রেহাই নেই। ভালবাসা হারানোর যন্ত্রণা জানে নোনতা। ও চায় না ফলকও সেটা জানুক।
একদিন ফলককে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল ও। কিন্তু বুঝেছে ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রতিহিংসা নিজেকেই পোড়ায় বেশি।
নরম হাওয়ায় চোখ বুজে এল নোনতার। দেখল, ফলক হাসছে। হাওয়ায় নরম চুল উড়ে এসে মুখে পড়ছে ওর।
এমন একটা সন্ধেবেলা ওকে দাঁড়াতে হবে সনাতনের সামনে। তারপর যদি বেঁচে যায়, তখন? তখন কি লোহাদা? চোখ বুজে আসছে। ক্লান্ত লাগছে। জ্বরের কপালে এসে থেমে থাকা ঠান্ডা নরম হাতটা ফিরে আসছে আবার!
পিছনে হালকা পায়ের শব্দ পেল নোনতা। চোখ খুলল ও। অন্ধকারে আগুনের কুচি উড়ছে। হাওয়ার জোর কি বাড়ল? পায়ের শব্দটা এগিয়ে এসে থামল পিছনে।
নোনতা সোজা হল।
একটা ভীষণ মার্জিত গলা কেটে কেটে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি একা?"
সঠিক প্রশ্ন! দীর্ঘশ্বাস ফেলল নোনতা। তারপর হাতের পিস্তলটা শক্ত করে ধরে ঘুরে দাঁড়াল...

অলঙ্করণ: পিয়ালী বালা

www.monersathe.com